https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ভারতীয় উপজাতি জনগোষ্ঠীর ওপর উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতির প্রভাব: একটি মূল্যায়ন

রাজেশ মন্ডল[১]

সারসংক্ষেপ:

উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতি ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও, এর নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর, বিশেষ করে উপজাতি সম্প্রদায়ের ওপর। উন্নয়ন প্রকল্পের নামে উপজাতি সম্প্রদায়ের স্থানচ্যুতি একটি গুরুতর সমস্যা, যা ভারতে ব্যাপকভাবে ঘটছে। বাঁধ, খনি, শিল্পাঞ্চল এবং অবকাঠামো প্রকল্পের কারণে লক্ষ লক্ষ উপজাতি তাদের পৈতৃক ভূমি, জঙ্গল এবং স্থানীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ধ্বংস ঘটায়। এই গবেষণায় উপজাতিদের উপর উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতির (DID) বহুমুখী প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম তফসিল, পেসা আইন (PESA Act), বন অধিকার আইন (২০০৬) এবং পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ আইন (২০১৩) এর মতো আইনি সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়নের ঘাটতি এবং নীতি জনিত ত্রুটির কারণে উপজাতিদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল পুনর্বাসন নীতি এবং উপজাতিদের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই একটি ন্যায়সঙ্গত ও সুস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গড়ে তোলা সম্ভব।

সূচক শব্দ: *উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতি, উপজাতি সম্প্রদায়, পুনর্বাসন, সাংস্কৃতিক পরিচয়, সামাজিক ন্যায়বিচার।*

AIJITR - Volume - 3, Issue - I, Jan-Feb 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ভূমিকা:

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের উন্নয়নমূলক উদ্যোগ প্রধানত বৃহৎ আকারের শিল্পায়ন, খনিজ সম্পদ নিষ্কাশন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, সড়ক এবং নগরায়ণকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর জোর দিয়েছে। যেখানে কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্প ও পরিষেবা কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনই এই উন্নয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে, বিগত সাত দশকে দেশজুড়ে অসংখ্য বৃহৎ বাঁধ, খনি, শিল্পাঞ্চল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ), জাতীয় সড়ক এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের পৈতৃক ভূমি, বন-জঙ্গল, জলাশয় এবং বসতি থেকে উৎখাত হয়েছেন। এই স্থানচ্যুত মানুষের সিংহভাগই হল উপজাতি জনগোষ্ঠী, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮.৬ শতাংশ হলেও উন্নয়নজনিত স্থানচ্যুতির শিকার হওয়া মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশেরও বেশি (Baviskar, 2019; Negi & Azeez, 2022; Fernandes, 1991)। সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ-এর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর থেকে শিল্প ও বাঁধ প্রকল্পের কারণে প্রায় ৫৫ শতাংশ মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে প্রায় ৫ কোটি মানুষ উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে স্থানচ্যুত হন, যার মধ্যে এককভাবে বৃহৎ বাঁধ প্রকল্পগুলির কারণে স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা ১.৬ কোটি (Baviskar, 2019)। উপজাতি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রকৃতি, বন ও ভূমির একটি আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক চর্চা সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। তারা কেবল জমিতে বাস করে না, বরং জমির সঙ্গেই তারা একাত্ম হয়ে যায়। তাদের পূর্বপুরুষের সমাধি, পূজার স্থান, সামাজিক মিলনকেন্দ্র, মেলা-মাঠ, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার সবকিছুই ওই জমি ও জঙ্গলের সঙ্গে জড়িত। এই

[১] *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, Email: rajeshmondal.barjora@gmail.com*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.I.2026.84-90
AIJITR, Volume 3, Issue –I, January-February, 2026, PP.84-90
Received on 21st February, 2026 & Accepted on 23rd February, 2026, Published: 28th February, 2026

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সম্পর্ককে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুক্তিতে তাদের স্থানচ্যুত করা একটি গভীর সামাজিক অন্যায়। 'বলি অঞ্চল' (sacrificial zones) ধারণাটি এই প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যা সেই সব ভৌগোলিক এলাকাকে নির্দেশ করে যেখানে প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মাশুল দিতে বাধ্য করা হয় এবং তাদের কণ্ঠস্বর প্রধানত উপেক্ষিতই থেকে যায়।

ভারতে উন্নয়নজনিত স্থানচ্যুতির ইতিহাস খুবই পুরোনো এবং এটির শিকড় ঔপনিবেশিক আমলে প্রোথিত। ব্রিটিশ শাসনকালে বন নীতি (Forest Policy) এবং জমি জরিপ ও বন্দোবস্তের মাধ্যমে উপজাতিদের জঙ্গল ও জমি থেকে প্রথম বড় মাপের উৎখাত শুরু হয়। স্বাধীনতার পরেও এই ধারা কেবল অব্যাহতই থাকে না, বরং আরও প্রবল হয়। প্রথম পর্যায়ে (১৯৫০-১৯৮০) বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ ছিল স্থানচ্যুতির প্রধান কারণ। ফার্নান্দেস (1991) তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে এই সময়কালে স্থানচ্যুতদের মধ্যে উপজাতিদের অনুপাত ছিল অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৮০-২০০০) খনিজ সম্পদ নিষ্কাশন এবং শিল্পায়নের সম্প্রসারণ ঘটে। ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তীসগড়, মধ্যপ্রদেশের মতো আদিবহুল অঞ্চলে লোহা, কয়লা, বক্সাইটের খনি খোলা হয়, যা বিপুল সংখ্যক উপজাতিকে স্থানচ্যুত করে। তৃতীয় পর্যায়ে (২০০০-বর্তমান) নব্য-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতির প্রভাবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ), বেসরকারি শিল্পাঞ্চল, বন্দর, বিমানবন্দর এবং শিল্প করিডোরের নামে জমি অধিগ্রহণের একটি নতুন ঢেউ আসে (Levien, 2018; Varughese & Mukherjee, 2024)। এই তিনটি পর্যায়েই উপজাতিরা উন্নয়নের 'বলি' হয়েছেন, কারণ তাদের অঞ্চলগুলি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এই সম্পদই পুঁজি সঞ্চয়ের প্রধান উৎস। ভারতের অধিকাংশ খনিজ সম্পদ, বন ও জলসম্পদ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় উন্নয়নের নামে এই অঞ্চলগুলির সম্পদের ওপর কর্পোরেট ও রাষ্ট্রীয় দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল মূল লক্ষ্য।

উন্নয়নজনিত স্থানচ্যুতি ভারতের উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য এক গভীর উদ্বেগ। এটি কেবল ভূমি ও বাসস্থানের ক্ষতি নয়, এটি একটি সভ্যতা, জীবনদর্শন এবং অস্তিত্বের সংকট। যতক্ষণ না উন্নয়নের সংজ্ঞা ও পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে, ততক্ষণ এই উদ্বেগ অব্যাহত থাকবে। "উন্নয়ন যার জন্য, তাদের বাদ দিয়ে উন্নয়ন" (Development by exclusion) - এই দৃষ্টান্তের অবসান ঘটিয়ে একটি সমন্বিত, অংশগ্রহণমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের পথ খুঁজে বের করাই এখন মূল লক্ষ্য। উপজাতিদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়া, তাদের স্বায়ত্তশাসন ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সম্মান করা, এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সহাবস্থানের জ্ঞানকে কাজে লাগানোই হতে পারে সুস্থায়ী ও ন্যায়সংগত উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

উন্নয়নজনিত স্থানচ্যুতি এবং উপজাতি জনগোষ্ঠী: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

উন্নয়নজনিত স্থানচ্যুতির ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশে সুপ্রাচীন ঘটনা। এই প্রক্রিয়ার শিকড় ঔপনিবেশিক আমলে প্রোথিত হলেও, স্বাধীনোত্তোরকালে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং বর্তমান নব্য-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতির যুগে তা নতুন মাত্রা লাভ করেছে। ভারতের উপজাতি জনগোষ্ঠী উন্নয়নের এই তিনটি পর্যায়েই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কারণ তাদের অঞ্চলগুলি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এই সম্পদই পুঁজি সঞ্চয়ের প্রধান উৎস (Varughese & Mukherjee, 2024)।

ঔপনিবেশিক শাসনকালেই উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতির সূত্রপাত ঘটে, যদিও তখন তা 'উন্নয়ন' নামে পরিচিত ছিল না। ব্রিটিশ শাসকরা মূলত নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে এবং সাম্রাজ্যের সম্পদ নিষ্কাশনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে, যার ফলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর ব্যাপক ভূমিহীনতা ও স্থানচ্যুতির ঘটনা ঘটে। এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন (Land Acquisition Act, 1894) প্রণয়ন। এই আইনটি ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির একটি হাতিয়ার, যা সরকারকে যেকোনো সরকারি উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণের আইনি ক্ষমতা প্রদান করে। এই আইনের মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জমি দখলের আইনি কাঠামো তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতেও অপরিবর্তিত ছিল (Singh & Choubey, 2025)। ঔপনিবেশিক আমলে বন নীতি (Forest Policy) ছিল উপজাতি স্থানচ্যুতির আরেকটি প্রধান হাতিয়ার। ব্রিটিশ শাসকরা বনকে বাণিজ্যিক সম্পদ হিসেবে দেখত এবং তার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য ১৮৬৫, ১৮৭৮ এবং ১৯২৭ সালের বন আইন প্রণয়ন করে। এই আইনগুলির মাধ্যমে উপজাতিদের বনাঞ্চলে প্রবেশ, বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং কৃষিকাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যুগ যুগ ধরে বনে বসবাসকারী উপজাতিদের 'অপরাধী' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় (Fernandes, 1991)।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের উন্নয়নমূলক দৃষ্টান্ত প্রধানত বৃহৎ আকারের শিল্পায়ন, খনিজ সম্পদ নিষ্কাশন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর জোর দেয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ভারতে প্রায় ৫ কোটি মানুষ উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে স্থানচ্যুত হন, যার মধ্যে এককভাবে বৃহৎ বাঁধ প্রকল্পগুলির কারণে স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা ১.৬ কোটি মানুষ স্থানচ্যুত হন (Baviskar, 2019)। ফার্নান্দেসের (১৯৯১) মতে, এই স্থানচ্যুত মানুষের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশই উপজাতি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যদিও তারা দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮.৬ শতাংশ। স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬ কোটি মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছেন বলে অনুমান করা হয়। লোবো (২০১৫) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে প্রথম চার দশকে স্থানচ্যুতদের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশেরও কম পুনর্বাসিত হয়েছে।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

এই সময়ের স্থানচ্যুতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল হীরাকুঁদ বাঁধ (ওড়িশা), যা ১৯৫০-৬০-এর দশকে নির্মিত হয় এবং প্রায় ২ লক্ষ মানুষ স্থানচ্যুত হন, যাদের অধিকাংশই উপজাতি । রিহন্দ বাঁধ ও সিংরাউলি অঞ্চলে (উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ) ১৯৬০ সালে প্রায় ২ লক্ষ উপজাতি প্রথমে বাঁধের জন্য এবং পরে খনি ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য তিনবার স্থানচ্যুত হন (Shachindra, 1993)। রাউরকেলা (ওড়িশা) ইস্পাত কারখানার জন্য সুন্দরগড় জেলা থেকে উপজাতিদের স্থানচ্যুত করা হয়, যারা ছয় দশক পরেও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে গেছেন (Kujur, 2017)।

১৯৯১ সালে ভারত সরকার গৃহীত নব্য-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতির ফলে উন্নয়নজনিত স্থানচ্যুতির চরিত্র আমূল বদলে যায়। এই সময় অর্থনৈতিক উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বৈশ্বিকরণের (LPG) ফলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ), বেসরকারি শিল্পাঞ্চল, বন্দর এবং শিল্প করিডোরের নামে জমি অধিগ্রহণের একটি নতুন ঢেউ আসে (Levien, 2018)। লেভিয়েন (২০১৮) এই প্রক্রিয়াকে 'উন্নয়ন ছাড়া ভূমিদখল' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে জমি অধিগ্রহণ মূলত কর্পোরেট স্বার্থে ঘটছে এবং রাষ্ট্র পুঁজির সঞ্চয় প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এই সময়ের সবচেয়ে বড় আন্দোলন ছিল 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলন। নর্মদা উপত্যকা প্রকল্পের কারণে লক্ষ লক্ষ উপজাতি স্থানচ্যুত হন এবং মেধা পাটেকরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন বিশ্বব্যাপী উন্নয়নজনিত স্থানচ্যুতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করে (Baviskar, 2019)। ওড়িশার নিয়মগিরিতে বেদান্ত কোম্পানি বক্সাইট খনির জন্য ডংরিয়া কোণ্ড উপজাতিদের পবিত্র পর্বত দখলের চেষ্টা করলে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গ্রাম সভার মতামত নেওয়া হলে, ডংরিয়া কোণ্ডরা সর্বসম্মতিক্রমে খনির বিপক্ষে রায় দেয়।

আইনগত পরিবর্তন ও তার সীমাবদ্ধতা:

আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারতের উপজাতি জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু আইন প্রণীত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সেগুলির প্রয়োগ অত্যন্ত দুর্বল। ১৯৯৬ সালের পঞ্চায়েত (অনুসূচিত এলাকায় সম্প্রসারণ) আইন (PESA) এবং অনুসূচিত এলাকায় গ্রাম সভাকে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে। কিন্তু বাস্তবে PESA-র প্রয়োগ খুবই সীমিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম সভার সম্মতি না নিয়েই জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ২০০৬ সালের বন অধিকার আইন (Forest Rights Act, 2006) একটি যুগান্তকারী আইন, যা বনে বসবাসকারী উপজাতিদের বনভূমিতে ব্যক্তি ও সাম্প্রদায়িক অধিকার স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এই আইনের প্রয়োগে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক অনীহার কারণে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যায়নি। ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধারে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতার অধিকার আইন (RFCTLARR Act, 2013)-এ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা হলেও, এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির অনুপস্থিতি এর সাফল্যের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা (Singh & Choubey, 2025)।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর ওপর উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতির বহুমাত্রিক প্রভাব:

উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতি উপজাতিদের জীবনে একটি গভীর ও বহুমাত্রিক ক্ষত সৃষ্টি করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে স্থানচ্যুতি এবং স্থানান্তর ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। স্থানচ্যুতি নিছক একটি অর্থনৈতিক সমস্যা নয় যা এককালীন ঘটনা হিসাবে ঘটে। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে, স্থানচ্যুতি এমন একটি প্রক্রিয়া যা স্থানচ্যুত মানুষের জীবনের সমস্ত দিককে প্রভাবিত করে। উপজাতিদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরও বেশি নেতিবাচক হয়। উপজাতিদের একটি জীবন ও অর্থনীতি রয়েছে যা জনসংখ্যার অন্যান্য অংশের থেকে খুব আলাদা। ভারতের বেশিরভাগ উপজাতি দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত। তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। তবে, বন, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নদীর সান্নিধ্যের কারণে প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও তারা বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন করে। স্থানচ্যুতি তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সামাজিক জীবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিকে সংকটে ফেলেছে। স্থানচ্যুতি কেবল অর্থনৈতিক জীবনকেই প্রভাবিত করে না, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব আরও বেশি। কার্ণিয়া (2000) বলেছেন, "জনগণের কাছ থেকে কেবল তার জমিই কেড়ে নেওয়া হয় না, এর ফলে দখলদারিত্বের ক্ষতি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, প্রান্তিককরণ এবং সাধারণ সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি এবং অসুস্থতা ও মৃত্যুহার বৃদ্ধির মতো পরবর্তী প্রভাব বৃদ্ধি পায়।" কার্ণিয়া, (2000) স্থানচ্যুতি এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের সাথে সম্পর্কিত আটটি ঝুঁকির রূপরেখা তুলে ধরেছেন। এগুলো হল ভূমিহীনতা, বেকারত্ব, গৃহহীনতা, প্রান্তিকীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, বর্ধিত অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার বৃদ্ধি, সাধারণ সম্পত্তিতে অধিকার হারানো এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবিকার ওপর প্রভাব:

উপজাতি অর্থনীতি মূলত 'জল, জমি ও জঙ্গল' -এর ওপর নির্ভরশীল। উপজাতিদের জীবিকা নির্বাহের ধরণ তাদের জঙ্গল জীবনের সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত। বেশিরভাগ উপজাতি তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য চাষ-আবাদ করে এবং কিছু উপজাতি সম্প্রদায় বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে। তারা গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির মতো পশুপালন করত, স্থানচ্যুতির কারণে তারা সেগুলির সুযোগ হারিয়ে ফেলে। তাদের

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি সীমিত হয়ে পড়ে। স্থানচ্যুতির ফলে তারা কেবল কৃষিজমিই হারায় না, বরং বন থেকে সংগৃহীত কাঠ, ফল, পাতা, মধু এবং শিকারের ওপর নির্ভরশীল জীবনব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রায়শই নগদ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যা অল্প দিনেই শেষ হয়ে যায়। এর ফলে নতুন স্থানে গিয়ে কৃষিকাজ বা অকৃষিজ জীবিকার সাথে খাপ খাওয়ানো তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। মন্দিরা বাঁধ প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতিদের জন্য, ভূমি হীনতার সমস্যাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। স্থানচ্যুতির পর উপজাতী পরিবারগুলির গড় জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এখন তাদের কাছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে খুব কম পরিমাণ জমি রয়েছে এবং এটিই জীবনযাত্রার নিম্নমানের প্রধান কারণ। জমি হারানোর ফলে স্বাভাবিকভাবেই জীবিকা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। উপজাতিদের জন্য জমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। জমি হারানোর ফলে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে (Kar, 2010)। তাছাড়া, তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাও নেই, যা তাদের নতুন পেশায় প্রবেশাধিকার পেতে সাহায্য করতে পারে। জীবিকার ক্ষতি ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের দিকে পরিচালিত করে, যার ফল পরবর্তী প্রজন্মকে ভোগ করতে হয়। কারণ তারা আয়ের একটি স্থায়ী এবং ধারাবাহিক উৎস হারায়।

পরিবারের ওপর প্রভাব:

স্থানচ্যুতি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ও জীবিকার সাথে সাথে পারিবারিক জীবনের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। স্থানচ্যুতির ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে যায় এবং পারিবারিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়। আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্যের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে স্থানচ্যুত হওয়ার আগে, উপজাতিরা বেশিরভাগ যৌথ পরিবারে বসবাস করত। স্থানচ্যুতির ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে যায়। ভাইয়েরা, যারা একসঙ্গে থাকতেন, তারা বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হন। ফলে আত্মীয়স্বজন ও পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যায়। এটি উপজাতি পরিবারগুলির জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়, যা উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাপ এবং উত্তেজনার অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। সুতরাং, জমি হারানোর পাশাপাশি, সম্পর্ক হারানোর জন্যও স্থানচ্যুতি দায়ী (Kar, 2010)।

সম্প্রদায়গত সংযোগের উপর প্রভাব:

উপজাতি সংস্কৃতির উপর উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতির ধ্বংসাত্মক পরিণতি হল তাদের সাম্প্রদায়িক জীবন বা সম্প্রদায়গত সংযোগ ব্যাহত করা। সম্প্রদায়গত জীবনই তাদের সংস্কৃতির মূল, যা উপজাতি জনগণের শক্তিশালী সামাজিক কাঠামোকে প্রশস্ত করে। উপজাতিদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকের ওপর ভিত্তি করে খুব কমই উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয় এবং তাই পুনর্বাসন এলাকায় বনজ সম্পদ, চারণভূমি বা জীবিকার উপায়ের কোনও সুযোগ থাকে না। সমস্ত উপজাতি সংস্কৃতির ভিত্তি হল গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবন। বেশিরভাগ বসতিতে তাদের সাধারণ বিষয়, বিনোদন এবং অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনার জন্য একটি সাধারণ মঞ্চ থাকে। স্থানচ্যুতির ফলে তাঁরা সাম্প্রদায়িক জীবনের এই সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ও পরিচয় সংকট:

উপজাতিদের সংস্কৃতি তাদের ভূমির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের দেবতা, পূর্বপুরুষের আত্মা, মেলা, উৎসব, গান ও লোককথা সবকিছুর সাথে স্থানীয় ভূপ্রকৃতির যোগ রয়েছে। *'জল, জমি, জঙ্গল'* তাদের কাছে শুধু সম্পদ নয়, তাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বেরও প্রতীক। স্থানচ্যুতির ফলে যখন তারা পূর্বপুরুষের ভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়, তখন এই সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রে বসবাস করতে হয়, যার ফলে নিজস্ব উপভাষা, রীতিনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে।

উপজাতি সংস্কৃতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র যা অন্যান্যদের থেকে আলাদা। মাথুর (1977) এটিকে বর্ণনা করেছেন "উপজাতি সংস্কৃতির পার্থক্য ভাষা, সামাজিক সংগঠন এবং জীবিকা নির্বাহের উপায়ের সাথে সম্পর্কিত। একই ভাষাগত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলা দুটি উপজাতি কখনও কখনও তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়ে ভিন্ন হতে পারে, যেখানে কমবেশি একই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দুটি উপজাতি থাকতে পারে, যাদের কোনও ভাষাগত সম্পর্ক নেই"। এভাবে স্থানচ্যুতির সাথে সাথে, ঐতিহ্যবাহী উপভাষা এবং ভাষার ধরণ প্রভাবিত হয় এবং এটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভাষার সাথে আরও একীভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ভাষা থেকেও 'স্থানচ্যুত' হয়।

পারিদা (2006)-এর মতে, "উপজাতি সমাজে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশীলনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ধর্ম, তাদের কাছে, প্রকৃতির বেশিরভাগ জটিলতা ব্যাখ্যা করে"। স্থানচ্যুতির পরে ধর্মীয় অনুশীলনগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে উপজাতি দেবতাদের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন যে "উপজাতিরা অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী এবং তারা সংকটের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঐতিহ্যকে মূল্য দেয়। তারা তাদের অতীতকে গৌরবময় হিসাবে চিত্রিত করে এবং তাদের আবাসস্থল এবং পবিত্র স্থানগুলির সাথে তাদের যে আবেগপ্রবণ সংযোগ ছিল তা নতুন পুনর্বাসনের স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না"। উপজাতী এলাকাগুলিতে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি একটি পবিত্র স্থানে অনুষ্ঠিত হত, যা তাদের আত্মা, দেবতা এবং দেবতাদের আবাসস্থল ছিল। আলেকজান্ডার (1991) উল্লেখ

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

করেছিলেন যে "পুনর্বাসন নীতি নিশ্চিত করেছিল যে উপজাতি সম্প্রদায়ের বিঘ্নিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং পবিত্র স্থানগুলি, তাদের নতুন স্থানে বসতি স্থাপনের সাথে পুনর্নির্মাণ করা হবে"। কিন্তু বেশিরভাগ স্থানচ্যুতি এই সমস্যাটির সমাধান করে না। তাদের মাতৃভূমির সাথে তাদের ধর্মীয় সম্পর্ক অস্বীকার করার কারণে, পুনর্বাসিত স্থানে টিকে থাকা এবং তাদের রীতিনীতি, ঐতিহ্য এবং অনুশীলনগুলি চালিয়ে যাওয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে (Joseph & Beegom R. K., 2017)।

সাধারণ সম্পত্তির অধিকারের ওপর প্রভাব:

উন্নয়ন প্রকল্পগুলির দ্বারা সৃষ্ট স্থানচ্যুতি কেবল ব্যক্তি বা পরিবারের সম্পদকেই প্রভাবিত করে না, সাধারণ সম্পত্তির মতো আরও অনেক সম্পদ রয়েছে, যেগুলির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়না। সাধারণ সম্পত্তি হল সেই সম্পদ, যা সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন এবং সকলের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। অনেক গবেষক নথিভুক্ত করেছেন যে সাধারণ সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া বিশেষত উপজাতিদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কারণ, তাদের জীবন ও অর্থনীতি এই সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সম্পদের মধ্যে রয়েছে চারণভূমি, জলাশয়, কবরস্থান, শ্মশান ইত্যাদি। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্নতা উপজাতিদের অর্থনীতিকে ব্যাহত করে। সাধারণ সম্পত্তির ক্ষতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যেখানে মানুষ তাদের উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বা কাঁচামাল সাধারণ সম্পদ থেকে অর্থ্যাৎ, বন, নদী ইত্যাদি থেকে লাভ করে। এগুলি প্রাথমিক উৎপাদনশীল সম্পদ সরবরাহ করতে পারে অথবা ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য পরিপূরক সম্পদ হিসেবে চাহিদা মেটাতে পারে। স্থানান্তরিত সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তির অধিকার হারানোর ফলে আয় এবং জীবিকার স্তরে উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটে। চারণভূমি এবং পশুখাদ্যের অভাব মানুষকে তাদের গবাদি পশু বিক্রি করতে বাধ্য করে, যার ফলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ লুটপাট হয় যা তাদের পুষ্টি, জৈব সার, খামার সহায়তা এবং দুঃসময়ে সময়ে নগদ অর্থ প্রদান করে(Kar, 2010)।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ওপর প্রভাব:

উপজাতি সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর স্থানচ্যুতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কার্ণিয়া (1995) বর্ধিত অসুস্থতা সহ আট ধরনের দারিদ্র্যের ঝুঁকির ইঙ্গিত দিয়েছেন। স্থানান্তরের ফলে মনস্তাত্ত্বিক আঘাত এবং পরজীবী ও ভেক্টর-বাহিত অনেক রোগ হয়, যা স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে এবং রোগ সংক্রমনের দিকে ঠেলে দেয়। স্থানচ্যুতি এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে উপজাতি সম্প্রদায়ের শক্তিশালী এবং সাংস্কৃতিকভাবে শিকড়যুক্ত ঐতিহ্যবাহী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়, যার ফলে তারা আরও বেশি স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। সংস্কৃতি, বাসস্থান এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষতির কারণে স্থানচ্যুতদের মানসিক সুস্থতা প্রভাবিত হয়। উপজাতি ঔষধি ব্যবস্থা তাদের শতাব্দী প্রাচীন এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে পবিত্র সম্পর্কের একটি উপজাত দ্রব্য। এটি তাদের সংস্কৃতিতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে। প্রচলিত ওষুধ প্রায়শই প্রকৃতি এবং পরিবেশ থেকে পাওয়া যায়। উন্নয়নের জন্য ব্যাপক খনন, বিস্ফোরণ এর ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বন ও পরিবেশগত ক্ষতির কারণে স্বাস্থ্য ও ঐতিহ্যবাহী ওষুধের ব্যাপক অবনতি ঘটায়।

উপজাতি জনগোষ্ঠী সাক্ষরতার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ভারতের অনেক উপজাতি গোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা লাভ করা এখনও একটি স্বপ্ন। উন্নয়নজনিত স্থানচ্যুতি উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। স্থানচ্যুতির কারণে শিশুরা স্কুলের বাইরে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। মহাপাত্র (1998)-এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে স্থানচ্যুতির ফলে শিশুদের শিক্ষা গুরুতরভাবে প্রভাবিত হয়েছে, কারণ স্থানান্তরিত এলাকায় স্কুলগুলির পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাব রয়েছে, যার ফলে শিশুরা স্কুল থেকে দূরে থাকে। দক্ষিণ উড়িষ্যা স্বেচ্ছাসেবী সমিতির গবেষণায় দেখা গেছে যে, স্থানচ্যুতি উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশুদের স্কুল ছেড়ে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করেছে। অপর্যাপ্ত এবং অপরিকল্পিত পুনর্বাসন কর্মসূচির কারণে, উপজাতি সম্প্রদায়গুলি শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, তারা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো সামাজিক উন্নয়নের সূচকে পিছিয়ে পড়েছে এবং ক্রমাগত বঞ্চিত হয়েছে (Negi & Azeez, 2022)।

উপজাতি নারীদের ওপর স্থানচ্যুতির প্রভাব:

স্থানচ্যুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই প্রক্রিয়ায় উপজাতি নারীদের ওপর পড়া অসম প্রভাব। উপজাতি সমাজে নারীরাই প্রধানত বনজ সম্পদ সংগ্রহ, জল সংগ্রহ এবং কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। উপজাতি সমাজে নারীরা ঐতিহ্যগতভাবে বন ও জমির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করত। স্থানচ্যুতির ফলে তাদের এই ভূমিকা হরণ করা হয় এবং তারা নতুন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে গিয়ে চরম অসহায় হয়ে পড়েন। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় নারীদের কণ্ঠস্বর প্রায়ই উপেক্ষিত হয় এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ সাধারণত পুরুষদের হাতে যায়, যা পরিবারের মধ্যে নারীদের অবস্থানকে আরও দুর্বল করে তোলে। দে (2018) দেখিয়েছেন যে বনজ অর্থনীতি মূলত নারীদের অর্থনীতি হলেও, শিল্পায়নের জোরপূর্বক উচ্ছেদ তাদের চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলের চা বাগানের উপজাতি নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কীভাবে 'উন্নয়ন' ও 'শোষণ' একসূত্রে গাঁথা। এই নারীরা শুধু নিম্নমজুরির শিকার নন, বরং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতারও সম্মুখীন হন (Bhattacharya, 2024)।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

স্থানচ্যুতি উপজাতি নারীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার থেকেও বিচ্ছিন্ন করে। নতুন পরিবেশে তারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হন এবং কন্যা শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত হয়। এই নারীরা 'প্রান্তিকের প্রান্তিক' হয়ে ওঠেন, যেখানে জাতিগত ও লিঙ্গগত বৈষম্য একত্রিত হয়ে তাদের কণ্ঠরুদ্ধ করে (De, 2018) । উন্নয়নজনিত স্থানচ্যুতি উপজাতি নারীদের জীবনকে একাধিক স্তরে বিপর্যস্ত করে। তাই নীতিনির্ধারণে শুধু পুনর্বাসন নয়, বরং নারীদের ঐতিহ্যগত ভূমিকা, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

উপসংহার:

উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতি ভারতের উপজাতি সম্প্রদায়গুলোর জন্য এক গভীর সমস্যা, যা উন্নয়নের আড়ালে তাদের অস্তিত্বকে ক্রমাগত সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই গবেষণার আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, স্থানচ্যুতি শুধু একটি ভৌগোলিক স্থানচ্যুতি নয় বরং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা উপজাতিদের অর্থনৈতিক ভিত, সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক ধারা এবং মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বকে একযোগে আঘাত করে। বন, পাহাড় ও জমির সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক, স্থানচ্যুতির ফলে তা ছিন্ন হয়ে যায়, যা তাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, স্থানচ্যুতি উপজাতিদের জীবিকার ঐতিহ্যবাহী উৎস ধ্বংস করে। বনজ সম্পদ, কৃষিজমি ও মৎস্যসম্পদ হারিয়ে তারা নগর প্রান্তরে অনিশ্চিত ও নিম্নমজুরির কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য হন। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার দুর্বলতা, নগদ ক্ষতিপূরণের সীমাবদ্ধতা ও বিকল্প জীবিকার অপ্রতুলতা তাদের দারিদ্র্যের চক্রে আটকে ফেলে এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার চরম মাত্রায় পৌঁছে দেয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব আরও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। স্থানচ্যুতি উপজাতি সমাজের ঐক্যবদ্ধ কাঠামো ভেঙে দেয়, পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন ছিন্ন করে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসা রীতিনীতি, ভাষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ধারাকে ব্যাহত করে। পূর্বপুরুষের ভূমি ও পবিত্র স্থান হারিয়ে ফেলা তাদের সম্মিলিত স্মৃতি ও আত্মপরিচয়ের জন্য সংকটস্বরূপ। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, স্থানচ্যুতি উপজাতি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব করে। পঞ্চায়েত (সম্প্রসারণ এলাকায় পঞ্চায়েত প্রথা) ও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে তাদের দরকষাকষির ক্ষমতা হ্রাস পায়। বর্তমান পুনর্বাসন নীতি, যেমন পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার নীতি, ২০১৩ এবং বনাধিকার আইন, ২০০৬, প্রায়শই বাস্তবায়নের অভাবে কার্যকর হয় না। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রকৃত অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে এই নীতিগুলো কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে।

এই প্রেক্ষাপটে, উন্নয়নের ধারণাকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সুস্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের 'জল, জমি, জঙ্গল'-এর অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। স্থানচ্যুতির বিকল্প খুঁজে বের করা, যেমন নদী-বাঁধ প্রকল্পের ক্ষেত্রে নদী-উপত্যকার পরিবর্তে অন্য স্থানে বসতি স্থাপন, অথবা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অরণ্যবিনাশ এড়িয়ে চলা, জরুরি। যদি উচ্ছেদ অনিবার্য হয়, তবে তা হতে হবে অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়, যেখানে ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণ সম্মতি ও মতামতের প্রতিফলন ঘটবে। পুনর্বাসন নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণের জন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। পরিশেষে, উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতির সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজন উপজাতি সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র পরিচয় ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, তাদের জীবনের গুণগত মান ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এমন এক উন্নয়ন পরিকল্পনার, যা হবে প্রকৃত অর্থে মানবিক ও সামগ্রিক।

তথ্যসূত্র (References):

Arun Sapre, A., & Gori, S. (2023). Development-Induced Displacement in India and the Tribal Rights: A Quest for Social Justice. *Journal of Asian and African Studies*, 60(1), 265–275.

Baviskar, A. (2019). *In the Belly of the River: Tribal Conflicts over Development in the Narmada Valley*. Oxford University Press.

Bhattacharya, P. (2024). Gendered Harm and Social Abandonment: Stories of the Dooars Women Tea Garden Workers. *Journal of Social Inclusion Studies*.

Cernea, M. M. (1997). *The risks and reconstruction model for resettling displaced populations*. World Development, 25(10), 1569–1587.

De, D. (2018). *A History of Adivasi Women in Post-Independence Eastern India: The Margins of the Marginals*. Sage Publications India Pvt. Ltd.

Dutta, B. (2022). *Mining, Displacement, and Matriliny in Meghalaya: Gendered Transitions*. Routledge India.

Fernandes, W. (1991). Power and powerlessness: Development projects and displacement of tribals. *Social Action, 41*(3), 243–270.

Ghosh, D. (2024). Aspects of development: Voices from pre-displacement site in Eastern India. *The Extractive Industries and Society*, 18, 101517.

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

Joseph, A. & and Beegom R. K., Bushra. (2017). Cultural Genocide among Tribals: An Excrescence of Development Induced Displacement. *Heritage: Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology*. 5 (2017): 620-630.

Kar, M. (2010). Development, displacement and rehabilitation: A sociological appraisal of the affected tribals under Mandira Dam project, Sundargarh district (Doctoral dissertation). Utkal University. Shodhganga. http://hdl.handle.net/10603/118509

Kujur, J. (2017). *Development, dispossession and democracy: A case study on the dispossessed population of Rourkela* (Unpublished research paper). Jawaharlal Nehru University.

Levien, M. (2018). *Dispossession without Development: Land Grabs in Neoliberal India*. Oxford University Press.

Lobo, L. (2015). Land Acquisition and Displacement among Tribals, 1947–2004. *In Tribal Communities and Social Change*. Taylor & Francis.

Madhusmita, D. (2025). Jal, Jungle, Jameen: Adivasi Dispossession and the Paradox of Development in Odisha, India. Paper presented at the ECSAS 2025 Conference.

Mohanty, A. (2015, February 24). Three villages that show why land acquisition needs a rethink. India Together.

Mukherjee, A., & Pattnaik, B. K. (2025). The Evicted Tribals of Chhattisgarh: Their Saga of Impoverishment and Marginalisation. *Sociological Bulletin*, 74(2), 132–151.

Negi, D. P., & Azeez, E. P. A. (2022). Impacts of Development Induced Displacement on the Tribal Communities of India: An Integrative Review. *Asia-Pacific Social Science Review*, 22(2), Article 5.

Shachindra. (1993). Where development spells misery. *India Environment Portal*.

Singh, J., & Choubey, J. (2025). The Human Cost of Progress: Analyzing the Paradox of Development and the Plight of Particularly Vulnerable Tribal Groups. *International Journal of Law Management and Humanities*, 8(2), 5385–5400.

Sirur, S. (2024). *Chhattisgarh tribal body says consent for mining in Hasdeo Arand was forged*. Mongabay. https://india.mongabay.com/2024/11/chhattisgarh-tribal-body-says-consent-for-mining-in-hasdeo-arand-was-forged/

Varughese, R., & Mukherjee, S. (2024). Development-induced dispossession: Adivasi existence in the milieu of contemporary Indian texts in translation. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(659), 1–10.

Xaxa, V. (1999). Tribes as indigenous people of India. *Economic & Political Weekly*, 34(51), 3589–3595.

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431